6

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26 JAN 1997 ...
পৃঃ ৪ কলাম ৭

বিনামূল্যের বই নিয়ে দুর্নীতি

বোর্ডের পাঠ্য পুস্তক নিয়ে দুর্নীতি আমাদের দেশে দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে। বিনামূল্যের পুস্তক বিতরণকে কেন্দ্র করে অভিযোগও নতুন নয়। তবে গত বছরে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্যে নির্ধারিত বোর্ডের পাঠ্য বই খোলা বাজারে বিক্রির বিষয়টি সকল মহলকে বিশেষ করে অভিভাবকদের দুর্বিষহ অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সেই দুর্বিষহ অবস্থার পুনরাবৃত্তি এ বছরও যে ঘটবে সে কথা অভিভাবকদের কেউ চিন্তাও করেনি। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, এ দেশে ভাল কাজের পরিবর্তে মন্দ কাজেরই পুনরাবৃত্তি বেশি ঘটে।

তাই সকল মহলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে, বোর্ডের পাঠ্য পুস্তক এ বছরও বাংলাবাজারের বই পাড়ায় কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে। অভিভাবকগণকে কোমলমতি বাচ্চাদের পাঠ্য বই বাংলাবাজারের দোকান থেকে কালোবাজারে কিনতে হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশ করেছে তাতে এই ঘটনা শিক্ষা অধিদপ্তরের অভিমতে হচ্ছে চৌর্যবৃত্তি। কর্তৃপক্ষের মতে, বিনামূল্যের বই বাজারে চুরি করে বিক্রি করা হচ্ছে এবং পুলিশ বেশ কিছু দোকানে অভিযান চালিয়ে বই উদ্ধার করেছে। এ ব্যাপারে নিয়মমাফিক থানায় মামলাও নাকি করা হয়েছে। থানায় মামলা দায়ের করার পরেও অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে এমন সংবাদ পাওয়া যায়নি। বরং কালোবাজারে হরদম বিনামূল্যের পুস্তক বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। অভিভাবক মহল বাচ্চাদের চড়া দামে পুস্তক ক্রয় করে তাদের হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

বিনামূল্যের পাঠ্য বই ছাত্রছাত্রীদের মাঝে দেয়া হবে না, তা সকলের সামনে নির্বিবাদে কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রি হবে, এই অভিযোগ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কোন দায়িত্ব থাকবে না এটা তো হতে পারে না।

শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে, খোলাবাজারে বিনামূল্যের বই যা বিক্রি হচ্ছে তা চুরির কারণে বিক্রি হচ্ছে। এই বিনামূল্যের বই বিতরণের দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। আর বোর্ডের দায়িত্ব শুধু পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণ করা এবং তা প্রয়োজনানুসারে অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা।

প্রতি বছর পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণও নানা কারণে বিলম্বিত হয়ে থাকে কিন্তু বোর্ডের মতে এ বছর মুদ্রণে কোন বিলম্ব ঘটেনি। যথাসময়েই মুদ্রিত প্রাথমিক স্তরের সকল বই অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুদ্রণ, হস্তান্তর সব কিছুই ঠিকঠাক মতো সম্পন্ন হলেও বিতরণটা সুসম্পন্ন হতে পারেনি। বিনামূল্যের বই সকলের অগোচরেই বাইরের দোকানীদের হস্তগত হয়েছে। বাংলাবাজারের বইয়ের ব্যবসায়ীদের কাছে এই পুস্তক তো হস্তান্তর হওয়ার কথা নয়। কর্তৃপক্ষ বলছে চুরি হয়েছে। কিন্তু চুরি নয় সংশ্লিষ্টদের দুর্নীতির কারণেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আরও উল্লেখ করা দরকার যে, কেবল বিনামূল্যের পাঠ্য পুস্তক নিয়েই যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ডের কোন কোন মহলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় তা নয়। প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশ্নপত্র ফাঁস, ফল প্রকাশে বিলম্ব ও নানা অভিযোগ ওঠে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়গুলোর ওপর কঠিন-কঠোর নজর রাখার পরও অদ্যাবধি শিক্ষাক্ষেত্র থেকে দুর্নীতি অপসারিত করতে পারছে না। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হিসাবে স্বীকৃত। শিক্ষার জন্যে জাতীয় বাজেটেও বিপুল অঙ্কের অর্থ মঞ্জুর করা হয়ে থাকে কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রেই সকল প্রকার জটিলতা ও দুর্নীতির আকর পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিনামূল্যের পাঠ্য পুস্তক সুষ্ঠুভাবে বিতরণে সরকার ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সজাগ ও দায়িত্বশীল হওয়ার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিল।

এছাড়া বিনামূল্যের পাঠ্য পুস্তক বিক্রি করা বেআইনী এবং সরকার এ বিষয়ে হুঁশিয়ারিও দিয়েছে। বিনামূল্যের পুস্তক বিক্রয়ের অভিযোগ পাওয়া গেলে জেল জরিমানা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বিনামূল্যের পাঠ্য বই খোলাবাজারে এবং কালোবাজারেও সকলের নাকের ডগায় বসে বিক্রি করা হচ্ছে।

বিনামূল্যের পাঠ্য বই বিতরণের মধ্যেও যে ফাঁক-ফোঁকর আছে তার সুযোগে বই নিয়ে দুর্নীতি বা চুরির ঘটনার অবতারণা হয়েছে বলে মনে করা যায়।

বিনামূল্যের বই বিতরণের ব্যবস্থার সুযোগেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চুরি বা দুর্নীতির ঘটনা ঘটছে বলে অনুমিত হচ্ছে। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্যে ৩টি পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে ১টি এবং তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীর ৬টি পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে ২টি নতুন পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করার নিয়ম রাখা হয়েছে। বাকি বইগুলো স্কুলের শিক্ষকদের ছাত্রছাত্রীর নিকট থেকে সংগ্রহ করে বিতরণ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এই পুরনো ও নতুন বই নিয়ে জটিলতা ও শিক্ষকদের পুরনো পুস্তক সংগ্রহ করার দায়িত্বকে কেন্দ্র করে বিনামূল্যের বই কালোবাজারে বিক্রি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজরা তার সদ্ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেনি।

এদিকে বিনামূল্যের পুস্তক বিতরণকে কেন্দ্র করে অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা যেভাবে ছোটাছুটি করে প্রাণান্ত হচ্ছে তাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি যে হয়েছে সে কথা সকলেই অবগত আছেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অবস্থা নাজুক শিক্ষা ব্যবস্থাকে এখনও স্বাভাবিক ও সচল করা সম্ভব হচ্ছে না সে কথাকে মনে রেখেই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিনামূল্যের পাঠ্য পুস্তক বিতরণ সুষ্ঠু ও সকল প্রকার দুর্নীতিমুক্ত রাখা আবশ্যক ছিল। কিন্তু সেখানে যেভাবে দুর্নীতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং বিনামূল্যের পাঠ্য বই কালোবাজার থেকে যেভাবে চড়া দামে অভিভাকদের কিনতে হচ্ছে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং শিক্ষার্থীরা নতুন বই হাতে না পেয়ে নিরুৎসাহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

আমরা বিনামূল্যের পাঠ্য বই কালোবাজারে কি করে বিক্রি হচ্ছে, কারা এর পিছনে ছিল তাদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক আইনানুগ শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্যে দাবি করব সেই সাথে অবিলম্বে সকল ছাত্রছাত্রী যাতে বিনামূল্যের বই হাতে পায় তা নিশ্চিত করা হবে—বলে আশা করছি।